রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, এপ্রিল ২০, ২০১৬

[অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ]
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১০ চৈত্র ১৪২২ বঙ্গাব্দ/ ২৪ মার্চ ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

বিইআরসি প্রবিধানমালা (সংশোধন) নং- ১/২০১৬।—বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ (২০০৩ সালের ১৩ নং আইন) এর ধারা ৫৯ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স প্রবিধানমালা, ২০০৬ এর নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথাঃ—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।—(১) এই প্রবিধানমালা বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স (সংশোধন) প্রবিধানমালা, ২০১৬ নামে অভিহিত হইবে।

২। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স প্রবিধানমালা, ২০০৬ এর প্রবিধান ২ এর সংশোধন।—প্রবিধান ২ এর—

(ক) উপ-প্রবিধান (৫) এর প্রথম লাইনে ''ফি'' শব্দটির পরিবর্তে ''ফিস'' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে এবং শেষ লাইনে "অব্যাহতি" শব্দটির পর "অথবা পরিসমাপ্তি" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(খ) উপ-প্রবিধান (৮) এ ''বিদ্যুৎ গ্যাস'' শব্দগুলির পরিবর্তে ''বিদ্যুৎ, গ্যাস'' শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপ-প্রবিধান (১০) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-প্রবিধান (১০) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

''(১০) ''ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্ট (সিপিপি)'' অর্থ এইরূপ ক্ষুদ্রায়তনের বিদ্যুৎ উৎপাদক বা সহ-উৎপাদক, যাহার উৎপাদিত বিদ্যুৎ তাহাদের নিজস্ব প্রয়োজনে বা সহযোগী কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয় এবং নিজস্ব চাহিদা পূরণের পর উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ সরকারী নীতিমালার আওতায় বিদ্যুৎ সংস্থার নিকট বিক্রয় করা হয়;"

মূল্য ঃ টাকা ২০.০০

(ঘ) উপ-প্রবিধান (১১) এর পর নিম্নরূপ তিনটি উপ-প্রবিধান (১১ক), (১১খ) ও (১১গ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

''(১১ক) ''ক্লাস ১ পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ'' অর্থ পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ যাহার ফ্ল্যাশ পয়েন্ট ২৩ (তেইশ) ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রার নিচে;

(১১খ) "ক্লাস ২ পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ'' অর্থ পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ যাহার ফ্ল্যাশ পয়েন্ট ২৩ (তেইশ) ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রার চাইতে বেশি কিন্তু ৬১ (একষট্টি) ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রার চাইতে কম; এবং

(১১গ) ''ক্লাস ৩ পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ'' অর্থ পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ যাহার ফ্ল্যাশ পয়েন্ট ৬১ (একষট্টি) ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রার চাইতে বেশি কিন্তু ৯৩ (তিরানব্বই) ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রার চাইতে কম।''

(ঙ) উপ-প্রবিধান (১২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-প্রবিধান (১২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

''(১২) "ক্ষুদ্রায়তন বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট (এসপিপি)'' অর্থ সরকারী নীতিমালার শর্তাবলী অনুসারে স্থাপিত ক্ষুদ্রায়তন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, যাহার উৎপাদিত বিদ্যুৎ নিজস্ব চাহিদা পূরণের পর উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ কোন অনুমোদিত সত্ত্বার নিকট বিক্রয় করা হয় এবং সরকারী নীতিমালার আওতায় বিদ্যুৎ সংস্থার নিকট বিক্রয় করা হয়;''

(চ) উপ-প্রবিধান (১২) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-প্রবিধান (১২ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(১২ক) ''গ্যাস সম্পর্কিত গবেষণা/সমীক্ষা'' অর্থ গ্যাস সঞ্চালন, বিপণন ও বিতরণ, সরবরাহ ও মজুদকরণ (storage) এর সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোন সমীক্ষা, পরীক্ষা অথবা গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মকান্ড গ্রহণ এবং উক্ত কর্মকান্ডের সম্পূরক, প্রাসঙ্গিক অথবা ফলস্বরূপ অন্য যে কোন কর্মকান্ড;"

(ছ) উপ-প্রবিধান (১৫) এর পর নিম্নরূপ উপ-প্রবিধান (১৫ক) ও (১৫খ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(১৫ক) ''ফ্ল্যাশ পয়েন্ট'' অর্থ ঐ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যে তাপমাত্রায় কোন পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ হইতে উৎপন্ন বাষ্প একটি টেস্ট ফ্লেম দ্বারা প্রজ্জ্বলিত করিলে একটি ক্ষণস্থায়ী স্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি হয়;

(১৫খ) ''বাণিজ্যিক বিদুৎ কেন্দ্র'' অর্থ বেসরকারী পর্যায়ের এমন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যাহারা সরকারী নীতিমালার অধীন বিদুৎ উৎপাদন ও স্থাপনা পরিচালনা করে এবং সাধারণভাবে নিজে ক্রেতা খুঁজে বিদ্যুৎ বিক্রয় করে;"

(জ) উপ-প্রবিধান (১৭) এর পর নিম্নরূপ উপ-প্রবিধান (১৭ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(১৭ক) "বিপণন'' অর্থ এনার্জি (বিদ্যুৎ অথবা প্রাকৃতিক গ্যাস অথবা পেট্রোলিয়াম পণ্যের) বাজারজাতকরণ;"

(ঝ) উপ-প্রবিধান (২০) এর শেষ লাইনে ''প্রাকৃতির'' শব্দটির পরিবর্তে ''প্রাকৃতিক'' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঞ) উপ-প্রবিধান (২০) এর পর নিম্নরূপ উপ-প্রবিধান (২০ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(২০ক) ''রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্ট (আরপিপি)'' অর্থ বেসরকারী পর্যায়ের এমন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যাহারা নির্দিষ্ট কোন মেয়াদে ভাড়াভিত্তিক চুক্তিতে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদন ও স্থাপনা পরিচালনা করে এবং উক্ত বিদ্যুৎ কোন বিদ্যুৎ ক্রেতা সংস্থা বা বিদ্যুৎ ইউটিলিটির নিকট বিক্রয় করে;"

(ট) উপ-প্রবিধান (২১) এর প্রথম লাইনে ''ইস্যুকৃত কোন'' শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে;

(ঠ) উপ-প্রবিধান (২২) এর প্রথম লাইনে ''নাবয়নের'' শব্দটির পরিবর্তে ''নবায়নের'' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(ড) উপ-প্রবিধান (২৫) এর পর নিম্নরূপ উপ-প্রবিধান (২৫ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(২৫ক) ''লাইসেন্স ফিস'' অর্থ কমিশন কর্তৃক লাইসেন্সের আবেদন অনুমোদিত হইবার পর ১ (এক) বছরের জন্য এককালীন প্রদত্ত অর্থ যাহা তফসিল-খ তে নির্ধারিত আছে;"

৩। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স প্রবিধানমালা, ২০০৬ এর প্রবিধান ৩ এর সংশোধন।— প্রবিধান ৩ এর—

(ক) উপ-প্রবিধান (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-প্রবিধান (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

''(১) কমিশন নির্ধারিত ফরমে ১ (এক) প্রস্থ আবেদন (হার্ড কপি) এবং উহার সফট কপি কমিশন বরাবরে দাখিল;''

(খ) উপ-প্রবিধান (২) এর প্রথম লাইনে ''ফি'' শব্দটির পরিবর্তে ''ফিস'' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপ-প্রবিধান (৮) এর প্রথম লাইনে ''কর্মকান্ড'' শব্দটির পরিবর্তে "কর্মকাণ্ড" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঘ) উপ-প্রবিধান (৯), (১২) ও (১৪) বিলুপ্ত হইবে; এবং

(ঙ) উপ-প্রবিধান (১৭) এর পর নিম্নরূপ উপ-প্রবিধান (১৮) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(১৮) এই প্রবিধানের উপ-প্রবিধান ১ হইতে ১৭ এ বর্ণিত দলিলাদির অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি/দলিলাদি কমিশনের চাহিদামত প্রদান করিতে হইবে।''

৪। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স প্রবিধানমালা, ২০০৬ এর প্রবিধান ৪ এর সংশোধন।—প্রবিধান ৪ এর—

(ক) উপ-প্রবিধান (১) এর প্রথম লাইনে ''সহ-উৎপাদন ক্যাপটিভ'' শব্দগুলির পরিবর্তে ''সহ-উৎপাদন, ক্যাপটিভ'' শব্দগুলি ও কমা এবং দ্বিতীয় লাইনে ''উৎপাদনে'' শব্দটির পরিবর্তে ''উৎপাদন'' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(খ) উপ-প্রবিধান (২) এর প্রথম লাইনে ''ক্যাপটিভ, পাওয়ার'' শব্দগুলি ও কমার পরিবর্তে ''ক্যাপটিভ পাওয়ার'' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

৫। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স প্রবিধানমালা, ২০০৬ এর প্রবিধান ৫ এর সংশোধন।—প্রবিধান ৫ এর দ্বিতীয় লাইনে ''অধীনে'' শব্দটির পরিবর্তে ''অধীন'' শব্দটি এবং তৃতীয় লাইনে ''থকেন'' শব্দটির পরিবর্তে ''থাকেন'' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

৬। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স প্রবিধানমালা, ২০০৬ এর প্রবিধান ৭ এর সংশোধন।—প্রবিধান ৭ এর তৃতীয় লাইনে ''অধীনে'' শব্দটির পরিবর্তে ''অধীন'' এবং একই লাইনের শেষাংশের ''ব্যক্তি ক্ষুদ্রায়তন বিদ্যুৎ উৎপাদন কোম্পানীর'' শব্দগুলির পরিবর্তে ''ক্ষুদ্রায়তন বিদ্যুৎ উৎপাদন কোম্পানীর'' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

৭। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স প্রবিধানমালা, ২০০৬ এর প্রবিধান ৮ এর সংশোধন।— প্রবিধান ৮ এর—

(ক) শিরোনামে, তৃতীয় ও পঞ্চম লাইনে ''ইনডিপেনডেন্ট'' শব্দটির পরিবর্তে ''ইনডিপেন্ডেন্ট'' এবং তৃতীয় লাইনে ''অধীনে'' শব্দটির পরিবর্তে ''অধীন'' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(খ) শেষে "।" (দাঁড়ি) চিহ্নের পরিবর্তে ";" (সেমিকোলন) চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং তৎপর নিম্নবর্ণিত শর্তাংশটি সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

''তবে শর্ত থাকে যে, কমিশন আইন কার্যকর হওয়ার পরে পাওয়ার পারচেজ চুক্তিতে কমিশন কর্তৃক ধার্যকৃত লাইসেন্স ফিস এবং অন্যান্য ফিস পরিশোধের ব্যাপারে উল্লেখ না থাকিলে ইনডিপেন্ডেন্ট পাওয়ার প্রডিউসারের উপর ধার্যকৃত ফিস চুক্তির অপর পক্ষকে পুনর্ভরণ করিতে হইবে।''

৮। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স প্রবিধানমালা, ২০০৬ এর প্রবিধান ৯ এর সংশোধন।— প্রবিধান ৯ এর—

(১) উপ-প্রবিধান (১) এর—

(ক) দফা (ঘ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঘ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

(ঘ) অনূর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন নবায়নযোগ্য (Renewable) জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণ সংস্থা;

(খ) দফা (ঙ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঙ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

(ঙ) অনূর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন অ-চিরায়ত (Non-conventional) জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণ সংস্থা;

(গ) দফা (জ) এর প্রথম লাইনে ''একটন'' শব্দটির পরিবর্তে ''এক টন'' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(ঘ) দফা (জ) এর শেষে "।" (দাঁড়ি) চিহ্নের পরিবর্তে ";" (সেমিকোলন) চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং উপ-প্রবিধান (১) এর পর নিম্নরূপ উপ-প্রবিধান (১ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(১ক) কমিশন নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে লাইসেন্সের প্রয়োজনীয়তা হইতে কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কে সরাসরি অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।"

(ক) গ্যাস কূপের উৎপাদন ক্ষমতা পরীক্ষার সময়ে যে পরিমাণ কনডেনসেট উৎপাদন হয়;

(খ) মোটরযান/জলযানে নিজস্ব ব্যবহারের জন্য যে পরিমাণ জ্বালানি মজুদ করা হয়;

(গ) ক্লাস ১ পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ হিসাবে মোটর স্পিরিট (এমএস) এবং অকটেন বিক্রয়ের উদ্দেশ্য ব্যতিত মজুদকরণ, বিতরণ এবং সরবরাহের ক্ষেত্রে বার্ষিক সর্বোচ্চ ২০০ (দুই শত) লিটার;

(ঘ) মোটর স্পিরিট (এমএস) এবং এইচওবিসি (অকটেন) ব্যতীত ক্লাস ১ এর অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ যাহা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গবেষণা কার্যে বিকারক (Reagents) হিসাবে এবং কোন শিল্প কারখানার পরীক্ষাগারে (Laboratory) নিত্য-প্রয়োজনীয় পণ্য উৎপাদনে কাঁচামাল (Raw-material) হিসাবে ব্যবহার্য, এইরূপ পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ বাষ্প নিরোধী ছিপি দ্বারা শক্তভাবে বন্ধ করা কাঁচ বা স্টোনওয়্যার নির্মিত সর্বোচ্চ এক লিটার ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ধারণপাত্রে বা ধাতব পদার্থ নির্মিত ২০ লিটার ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ধারণপাত্রে রক্ষিত অবস্থায় বার্ষিক সর্বোচ্চ ২০০ লিটার। তবে উক্ত পরিমাণ পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা শিল্প কারখানার নির্ধারিত নিরাপদ মজুদাগারে মজুদ করিতে হইবে;

(ঙ) ক্লাস ২ পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ মজুদকরণ, বিতরণ বা সরবরাহের ক্ষেত্রে বিক্রয়ের উদ্দেশ্য ব্যতীত বার্ষিক সর্বোচ্চ ২০০০ (দুই হাজার) লিটার। তবে শর্ত থাকে যে, কোন ধারণপাত্রের ধারণক্ষমতা ১০০০ (এক হাজার) লিটারের অধিক হইবে না;

(চ) ক্লাস ৩ পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ মজুদকরণ, বিতরণ বা সরবরাহের ক্ষেত্রে বিক্রয়ের উদ্দেশ্য ব্যতীত বার্ষিক সর্বোচ্চ ৫০০০ (পাঁচ হাজার) লিটার;

(ছ) এলপি গ্যাস পূর্ণ সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে বার্ষিক সর্বোচ্চ ১৫০ (এক শত পঞ্চাশ) কেজি; এবং

(জ) বাংলাদেশ সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ মজুদকরণ, বিতরণ এবং সরবরাহের ক্ষেত্রে;

(২) উপ-প্রবিধান (২) এর দফা (ক) তে "প্রাপ্ত্য" শব্দটির পরিবর্তে "প্রাপ্ত" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(৩) উপ-প্রবিধান (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-প্রবিধান (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৩) লাইসেন্সের প্রয়োজনীয়তা হইতে অব্যাহতির মেয়াদ হইবে ৩ (তিন) বৎসর। লাইসেন্সের প্রয়োজনীয়তা হইতে অব্যাহতির মেয়াদ উত্তীর্ণের ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে তফসিল-ক তে বর্ণিত ফিস একসাথে ৩ (তিন) বছরের পরিশোধপূর্বক লিখিত আবেদন করিলে কমিশন অব্যাহতির মেয়াদ একসঙ্গে পরবর্তী ৩ (তিন) বৎসরের জন্য বৃদ্ধি করিতে পারিবে।''

৯। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স প্রবিধানমালা, ২০০৬ এর প্রবিধান ১০ এর সংশোধন।—প্রবিধান ১০ এর—

(ক) উপ-প্রবিধান (৩) এর দ্বিতীয় লাইনে ''সচিব'' শব্দটির পরিবর্তে ''সংশ্লিষ্ট পরিচালক'' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-প্রবিধান (৪) এর শেষ লাইনে ''অংশহিসেবে'' শব্দটির পরিবর্তে ''অংশ হিসাবে'' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপ-প্রবিধান (৭) এর দফা (উ) এর চতুর্থ লাইনে ''তদ্রুপ'' শব্দটির পরিবর্তে ''তদ্রূপ'' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(ঘ) উপ-প্রবিধান (৮) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-প্রবিধান (৯) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

''(৯) কমিশন কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তা /কর্মচারীগণ প্রয়োজনে প্ল্যান্ট ও স্থাপনা পরিদর্শন, প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত ও কাগজ-পত্রাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং গ্রহণ করিতে পারিবে।''

১০। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স প্রবিধানমালা, ২০০৬ এর প্রবিধান ১১ এর সংশোধন।—প্রবিধান ১১ এর উপ-প্রবিধান (১) এর দফা (ছ)(ই) তে ''মানদন্ডে'' শব্দটির পরিবর্তে ''মানদন্ডে'' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

১১। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স প্রবিধানমালা, ২০০৬ এর প্রবিধান ১২ এর সংশোধন।—প্রবিধান ১২ এর উপ-প্রবিধান (১) এর দফা (ঘ) তে ''ফি'' শব্দটির পরিবর্তে ''ফিস'' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

১২। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স প্রবিধানমালা, ২০০৬ এর প্রবিধান ১৩ এর সংশোধন।—প্রবিধান ১৩ এর উপ-প্রবিধান (১) এর দফা (গ) তে উল্লিখিত ''কাঙ্খিত কর্মকান্ড'' শব্দগুলির পরিবর্তে ''কাঙ্ক্ষিত কর্মকান্ড'' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

১৩। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স প্রবিধানমালা, ২০০৬ এর প্রবিধান ১৪ এর সংশোধন।—প্রবিধান ১৪ এর চতুর্থ লাইনে ''তাহার নিযুক্ত প্রতিনিধির'' শব্দগুলির পরিবর্তে ''সংশ্লিষ্ট পরিচালকের'' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

১৪। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স প্রবিধানমালা, ২০০৬ এর প্রবিধান ১৫ এর সংশোধন।—প্রবিধান ১৫ এর—

(ক) উপ-প্রবিধান (২) এর শেষে নিম্নোক্ত বাক্য সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

''কমিশন সিদ্ধান্ত এবং তফসিল-খ তে বর্ণিত হারে লাইসেন্স ফিস জমাদানের জন্য আবেদনকারীকে জ্ঞাত করা হইবে এবং নির্দেশিত ফিস প্রাপ্তির পর লাইসেন্স ইস্যু করা হইবে।''

(খ) উপ-প্রবিধান (৩) এর তৃতীয় লাইনের ''ফি'' শব্দটির পরিবর্তে ''ফিস'' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপ-প্রবিধান (৮) এর দ্বিতীয় লাইনের ''পুনঃ নিরীক্ষণের'' শব্দগুলির পরিবর্তে ''পুনঃনিরীক্ষণের'' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঘ) উপ-প্রবিধান (১০)-এ উল্লিখিত ''ফি'' শব্দটির পরিবর্তে ''ফিস'' এবং ''বার্ষিক লাইসেন্সিং ফিস'' শব্দগুলির পরিবর্তে ''বার্ষিক লাইসেন্স ফিস'' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(ঙ) উপ-প্রবিধান (১০) এর পর নিম্নবর্ণিত উপ-প্রবিধান (১১) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(১১) তফসিল-ক তে বর্ণিত আবেদন ফিস এবং তফসিল-খ তে বর্ণিত লাইসেন্স ফিস কমিশন সময় সময় পরিবর্তন করিতে পারিবে এবং তফসিল বহির্ভুত কোন সেবার ফিস কমিশন কর্তৃক নির্ধারণ করা হইবে।''

১৫। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স প্রবিধানমালা, ২০০৬ এর প্রবিধান ১৬ এর সংশোধন।—প্রবিধান ১৬ এর—

(ক) উপ-প্রবিধান (২) এর দ্বিতীয় লাইনে "বার্ষিক লাইসেন্স ফি'' শব্দগুলির পরিবর্তে "বার্ষিক লাইসেন্স নবায়ন ফিস'' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-প্রবিধান (৩) এর দ্বিতীয় লাইনে ''ফি'' শব্দটির পরিবর্তে ''ফিস'' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে এবং ''কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে'' শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে; এবং

(গ) উপ-প্রবিধান (৪) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-প্রবিধান (৪) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৪) উপ-প্রবিধান (৩) এর অধীন আবেদনপ্রাপ্তির পর কমিশন যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, লাইসেন্সের জন্য প্রযোজ্য নির্ধারিত শর্তাবলী আবেদনকারী যথাযথভাবে প্রতিপালন করিয়াছে তাহা হইলে কমিশন আবেদন প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে লাইসেন্সটি নবায়ন করিবে এবং কমিশন যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, আবেদনকারী উল্লিখিত শর্তাবলী প্রতিপালন করে নাই সেক্ষেত্রে লাইসেন্স নবায়নের আবেদনটি নামঞ্জুর করিবে। প্রতি তিন বৎসর অন্তর আবেদনকারীর বার্ষিক প্রতিবেদন, অডিট প্রতিবেদন এবং হালনাগাদ ভ্যাট ও আয়কর সনদ সহ প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পুনঃযাচাই করা হইবে।''

১৬। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স প্রবিধানমালা, ২০০৬ এ নূতন প্রবিধান ১৬ক ও ১৬খ এর সন্নিবেশ।—প্রবিধান ১৬ এর পর নিম্নরূপ দুইটি নূতন প্রবিধান যথাক্রমে ১৬ক ও ১৬খ সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"**১৬ক। শুল্ক, ভ্যাট ও অন্যান্য প্রযোজ্য কর সুবিধা।**—বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্স আবেদনে যাচিত/প্রদানকৃত উৎপাদনের শ্রেণীসমূহ, যথা: ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাওয়ার প্রডিউসার (আইপিপি), স্মল ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাওয়ার প্রডিউসার (এসআইপিপি), ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্ট (সিপিপি), রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্ট (আরপিপি), বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, স্মল পাওয়ার প্ল্যান্ট (এসপিপি) সরকার বা কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন বিশেষ শ্রেণী এবং সহ-উৎপাদন সম্বন্ধীয় তথ্য/ডাটা কমিশনের তথ্য/ডাটা রেকর্ড হিসাবে সংরক্ষিত থাকিবে। প্রাইমারী জ্বালানির (গ্যাস, তেল, কয়লা, এলএনজি ইত্যাদি) মূল্য সরকার অথবা জ্বালানি সরবরাহকারী সংস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ উৎপাদনকারীর সম্পাদিত জ্বালানি সরবরাহ চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত হইবে। কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স যে ধরণেরই হোক না কেন তাহার সহিত শুল্ক, ভ্যাট ও অন্যান্য প্রযোজ্য কর সুবিধা প্রাপ্তির কোন সম্পৃক্ততা থাকিবে না।

১৬খ। জরিমানা।—কোন লাইসেন্সী প্রবিধান ১৬(৩) এ বর্ণিত সময়ের মধ্যে লাইসেন্স নবায়ন ফিস জমা প্রদান না করিলে নিম্নরূপ জরিমানা প্রদান করিতে হইবে—

(১) লাইসেন্সের মেয়াদ উত্তীর্ণের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে হইলে নবায়ন ফিসের ৫%;

(২) লাইসেন্সের মেয়াদ উত্তীর্ণের ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে হইলে নবায়ন ফিসের ২৫%;

(৩) লাইসেন্সের মেয়াদ উত্তীর্ণের ৬০ (ষাট) দিনের অধিক ও ৯০ (নব্বই) দিনের কম হইলে নবায়ন ফিসের সমপরিমান অর্থ ;

(৪) লাইসেন্সের মেয়াদ উত্তীর্ণের ৯০ (নব্বই) দিনের অধিক হইলে লাইসেন্সটি স্থায়ীভাবে বাতিল হইবে।"

১৭। এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স প্রবিধানমালা, ২০০৬ এর প্রবিধান ১৭ এর সংশোধন।—প্রবিধান ১৭ এর উপ-প্রবিধান (২) এর দ্বিতীয় লাইনে "কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান করিয়া" শব্দগুলোর পর "কোন আদেশ প্রদান করিতে পারিবে বা" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

১৮। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স প্রবিধানমালা, ২০০৬ এ নূতন প্রবিধান ১৭ক এর সন্নিবেশ।—প্রবিধান ১৭ এর পর নিম্নরূপ নূতন প্রবিধান ১৭ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"**১৭ক। কমিশনের স্বীয় বিবেচনায় লাইসেন্স সংশোধন বা বাতিলকরণ।**—(১) কমিশন হইতে ইস্যুকৃত কোন লাইসেন্স নিম্নবর্ণিত কারণে কমিশন স্বীয় বিবেচনায় সংশোধন কিংবা বাতিল করিতে পারিবেঃ

(ক) লাইসেন্সটি যথাযথ ক্যাটাগরীতে প্রদান করা না হইয়া থাকিলে;

(খ) লাইসেন্সে কোন ধরনের ভুল, লাইসেন্সী কর্তৃক-তথ্যের গড়মিল কিংবা ব্যবসার ধরণের সাথে লাইসেন্স সংগতিপূর্ণ না হইয়া থাকিলে; এবং

(গ) লাইসেন্সটির অপব্যবহার সম্পর্কে কমিশন নিশ্চিত হইলে;

(২) উপ-প্রবিধান (১) অনুযায়ী কোন লাইসেন্স সংশোধন বা বাতিল করা হইলে অতীতে যে সকল সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করা হইয়াছে তাহার বিষয়ে কমিশনের সিদ্ধান্ত লাইসেন্সী মানিয়া নিতে বাধ্য থাকিবে;

(৩) উপ-প্রবিধান (১) ও (২) কমিশন প্রতিষ্ঠার পর হইতে ইস্যুকৃত সকল লাইসেন্সের বেলায়প্রযোজ্য হইবে।

(৪) উপ-প্রবিধান (১), (২) ও (৩) অনুযায়ী কমিশন আদেশ জারীর তারিখ হইতে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে লাইসেন্সী কমিশনের নিকট আপীল করিতে পারিবে এবং কমিশন উক্ত আপীল দায়েরের তারিখ হইতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে আপীলটি নিষ্পত্তি করিবে এবং এই ক্ষেত্রে কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

(৫) লাইসেন্স সংশোধন বা বাতিলকরণের ক্ষেত্রে সমস্ত পাওনা এবং ঋণসমূহ (যদি থাকে) নির্ধারণপূর্বক কমিশন তাহা সংশ্লিষ্টদের পরিশোধ করিবার নির্দেশনা প্রদান করিবে।"

১৯। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স প্রবিধানমালা, ২০০৬ এর প্রবিধান ১৯ এর সংশোধন।—প্রবিধান ১৯ এর—

(ক) উপ-প্রবিধান (১) দফা (ছ) এর "কাঙ্খিত" শব্দটির পরিবর্তে "কাঙ্ক্ষিত" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(খ) উপ-প্রবিধান (১) দফা (জ) এর ''অপারেটিং'' শব্দটির পরিবর্তে ''অপারেটিং'' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

২০। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স প্রবিধানমালা, ২০০৬ এর প্রবিধান ২০ এর সংশোধন।—প্রবিধান ২০ এর—

(ক) উপ-প্রবিধান (১) এর প্রথম লাইনে ''কর্মকান্ড'' শব্দটির পরিবর্তে "কর্মকান্ড" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-প্রবিধান (৫) এর প্রথম লাইনে "মানদন্ডে" শব্দটির পরিবর্তে "মানদন্ডে" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপ-প্রবিধান (১০) এর প্রথম ও দ্বিতীয় লাইনে এবং উপ-প্রবিধান (১১) এর প্রথম লাইনে ''মূল্য হার'' শব্দগুলির পরিবর্তে ''মূল্যহার'' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঘ) উপ-প্রবিধান (১২) এর প্রথম লাইনে ''কর্মকান্ড'' শব্দটির পরিবর্তে "কর্মকান্ড" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঙ) উপ-প্রবিধান (১৬) এর দ্বিতীয় লাইনে ''নিরবিচ্ছিন্ন'' শব্দটির পরিবর্তে ''নিরবচ্ছিন্ন'' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(চ) উপ-প্রবিধান (২০) এর শেষ লাইনে ''ফি'' শব্দটির পরিবর্তে ''ফিস'' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(ছ) উপ-প্রবিধান (২৬) এর প্রথম লাইনে ''নিরবিচ্ছিন্ন'' শব্দটির পরিবর্তে ''নিরবচ্ছিন্ন'' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

২১। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স প্রবিধানমালা, ২০০৬ এর প্রবিধান ২১ এর সংশোধন।—প্রবিধান ২১ এর—

(ক) উপ-প্রবিধান (১) এর দফা (গ) এবং (ঘ) এর ''কর্মকান্ড'' শব্দটির পরিবর্তে "কর্মকাণ্ড" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(খ) উপ-প্রবিধান (২) এর দফা (চ)(আ) এর ''কর্মকান্ড'' শব্দটির পরিবর্তে "কর্মকাণ্ড" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে; জবরির

২২। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স প্রবিধানমালা, ২০০৬ এ নূতন প্রবিধান ২২ এর সন্নিবেশ।—প্রবিধান ২১ এর পর নিম্নরূপ নূতন প্রবিধান ২২ সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"২২। **প্রজ্ঞাপন (নোটিফিকেশন) জারীকরণ**।— (১) যে সকল বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন অথবা প্রবিধান প্রণয়ন হয় নাই, সে সকল বিষয়ে কমিশন প্রয়োজনে প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে কার্যক্রম অব্যাহত রাখিতে পারিবে। প্রজ্ঞাপন জারীর তারিখ হইতে ১ (এক) বৎসর পর্যন্ত কার্যকর থাকিবে, তবে এই সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রবিধান জারী হইলে উহা বাতিল হইয়া যাইবে।

(২) কোন কারণে প্রবিধান জারী করিতে ১ (এক) বৎসরের অধিক সময় প্রয়োজন হইলে কমিশন সময় সময় এই প্রজ্ঞাপনের মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে পারিবে।''

২৩। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স প্রবিধানমালা, ২০০৬ এর তফসিল-ক ও তফসিল-খ এর সংশোধন।— তফসিল-ক ও তফসিল-খ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ তফসিল-ক ও তফসিল-খ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

তফসিল -ক

[প্রবিধান ৩ (২), ৯(২) ও ১০ দ্রষ্টব্য]

((১) আবেদন ফিস

ক্রমিক নং	সেবার ধরন	লাইসেন্সের প্রকার	আবেদন ফিস
১.	**বিদ্যুৎ ঃ**		
	(ক) উৎপাদন (১) সরকারি, ইনডিপেন্ডেন্ট পাওয়ার প্রডিউসার (আইপিপি) ও বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র	লাইসেন্সী হিসেবে তালিকাভুক্তি, নূতন লাইসেন্স	প্রতি মেগাওয়াট বা তার অংশবিশেষ টাকা ২,৫০০ (দুই হাজার পাঁচ শত)
	(২) রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্ট (আরপিপি)	লাইসেন্সী হিসেবে তালিকাভুক্তি, নূতন লাইসেন্স	প্রতি মেগাওয়াট বা তার অংশবিশেষ টাকা ২,৫০০ (দুই হাজার পাঁচ শত)
	(৩) ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্ট (সিপিপি) ও ক্ষুদ্রায়তন বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট (এসপিপি)	লাইসেন্সী হিসেবে তালিকাভুক্তি, নূতন লাইসেন্স	টাকা ১,৫০০ (এক হাজার পাঁচ শত)

ক্রমিক নং	সেবার ধরন	লাইসেন্সের প্রকার	আবেদন ফিস
	(খ) সঞ্চালন	লাইসেন্সী হিসেবে তালিকাভুক্তি, নূতন লাইসেন্স	টাকা ১,০০,০০০ (এক লক্ষ)
	(গ) বিতরণ	লাইসেন্সী হিসেবে তালিকাভুক্তি, নূতন লাইসেন্স	টাকা ১,০০,০০০ (এক লক্ষ)
	(ঘ) বিদ্যুৎ সংস্থার নিকট বিদ্যুৎ বিক্রয় লাইসেন্স (সিপিপি এবং এসপিপি এর জন্য)	লাইসেন্সী হিসেবে তালিকাভুক্তি, নূতন লাইসেন্স	টাকা ৫,০০০ (পাঁচ হাজার)
২.	**গ্যাসঃ**		
	(ক) মজুদকরণ ও বিতরণ ১। সিএনজি ২। অটোগ্যাস ৩। এলপিজি/প্রপেন/ বিউটেন ৪। এলএনজি	লাইসেন্সী হিসেবে তালিকাভুক্তি, নূতন লাইসেন্স	সিএনজি/অটোগ্যাস/এলপিজি/প্রপেন/বিউটেন টাকা ৫,০০০ (পাঁচ হাজার)
			এলএনজি টাকা ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার)
	(খ) বিপণন ১। প্রাকৃতিক গ্যাস ২। সিএনজি ৩। এলএনজি ৪। এলপিজি/প্রপেন/ বিউটেন	লাইসেন্সী হিসেবে তালিকাভুক্তি, নূতন লাইসেন্স	প্রাকৃতিক গ্যাস, সিএনজি, এলপিজি/প্রপেন/বিউটেন টাকা ৫,০০০ (পাঁচ হাজার)
			এলএনজি টাকা ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার)
	(গ) সঞ্চালন	লাইসেন্সী হিসেবে তালিকাভুক্তি, নূতন লাইসেন্স	টাকা ১,০০,০০০ (এক লক্ষ)
	(ঘ) বিতরণ	লাইসেন্সী হিসেবে তালিকাভুক্তি, নূতন লাইসেন্স	টাকা ১,০০,০০০ (এক লক্ষ)
	(ঙ) গ্যাস সম্পর্কিত গবেষণা/সমীক্ষা প্রতিষ্ঠান	লাইসেন্সী হিসেবে তালিকাভুক্তি, নূতন লাইসেন্স	টাকা ৫,০০০ (পাঁচ হাজার)
৩.	**পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ (কন্ডেনসেট ও এনজিএলসহ) :**		
	(ক) মজুদকরণ, প্রক্রিয়াকরণ / উৎপাদন, নিজস্ব ব্যবহার	লাইসেন্সী হিসেবে তালিকাভুক্তি, নূতন লাইসেন্স	টাকা ৩,০০০ (তিন হাজার)
	(খ) মজুদকরণ	লাইসেন্সী হিসেবে তালিকাভুক্তি, নূতন লাইসেন্স	টাকা ৩,০০০ (তিন হাজার)
	(গ) বিপণন / বিতরণ	লাইসেন্সী হিসেবে তালিকাভুক্তি, নূতন লাইসেন্স	টাকা ৩,০০০ (তিন হাজার)
	(ঘ) পরিবহন	লাইসেন্সী হিসেবে তালিকাভুক্তি, নূতন লাইসেন্স	টাকা ১,০০০ (এক হাজার)
৪.	লাইসেন্সের শর্ত হইতে অব্যাহতি ও ডুপ্লিকেট ইস্যু	সকল প্রকার (বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পেট্রোলিয়াম)	টাকা ১,০০০ (এক হাজার) প্রতি বছর
৫.	লাইসেন্স সংশোধন বা পরিসমাপ্তি	সকল প্রকার (বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পেট্রোলিয়াম)	টাকা ৫,০০০ (পাঁচ হাজার)

(২) আবেদন ফরম, আপত্তিপত্র দাখিল ও অনুলিপি প্রাপ্তির জন্য ফিস

ক্রমিক নং	সেবার ধরন	ফিস
১.	নতুন লাইসেন্স এর জন্য আবেদন ফরম*	শূন্য*
২.	আপত্তিপত্র দাখিলঃ (ক) আবেদনকারী সরাসরি জড়িত থাকিলে	টাকা ৫০০ (পাঁচশত)
	(খ) আবেদনকারীর নিজের কোন স্বার্থ না থাকিলে, তবে জনস্বার্থ থাকিলে	টাকা ১০০ (একশত)
৩.	কোন কোম্পানী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনের অনুলিপি গ্রহণঃ (ক) কমিশনে বিবেচনাধীন আবেদনের ক্ষেত্রে	টাকা ১০০ (একশত) এবং অনুলিপির প্রতি পাতা ২ (দুই) টাকা হিসাবে
	(খ) কমিশন কর্তৃক সিদ্ধান্ত প্রদানের পর	টাকা ১০০ (একশত)
৪.	কমিশনে রক্ষিত যে কোন কাগজপত্রের অনুলিপি	টাকা ১০০ (একশত) এবং অনুলিপির প্রতি পাতা ২ (দুই) টাকা হিসাবে

*আবেদন ফরম কমিশনের www.berc.org.bd ওয়েবসাইট হইতে ডাউনলোড করা যাইবে।

তফসিল - খ

[প্রবিধান ১৫ (১০) ও ১৬ (২) দ্রষ্টব্য]

লাইসেন্স ফিস

নং	বিবরণ	সেবার ধরন	ফিস	মন্তব্য
১.	**বিদ্যুৎ :**			
	১.১ উৎপাদন:			
	১.১.১ সরকারি, ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাওয়ার প্রডিউসার (আইপিপি) ও বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র	লাইসেন্স ফিস (প্রথম বার)	প্রতি মেগাওয়াট বা তার অংশ বিশেষ টাকা ৫,০০০ (পাঁচ হাজার), সর্বোচ্চ টাকা ৩০,০০,০০০ (ত্রিশ লক্ষ)	
		ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি ফিস	প্রতি মেগাওয়াট বা তার অংশ বিশেষ টাকা ৫,০০০ (পাঁচ হাজার)	
		বার্ষিক লাইসেন্স নবায়ন ফিস	প্রতি মেগাওয়াট বা তার অংশ বিশেষ টাকা ২,০০০ (দুই হাজার), সর্বোচ্চ টাকা ২০,০০,০০০ (বিশ লক্ষ)	
	১.১.২ রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্ট (আরপিপি)	লাইসেন্স ফিস (প্রথম বার)	প্রতি মেগাওয়াট বা তার অংশ বিশেষ টাকা ৪,০০০ (চার হাজার) গ্যাস ভিত্তিক এবং টাকা ২,০০০ (দুই হাজার) তরল জ্বালানি ভিত্তিক	

		ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি ফিস	প্রতি মেগাওয়াট বা তার অংশ বিশেষ টাকা ৪,০০০ (চার হাজার) গ্যাস ভিত্তিক এবং টাকা ২,০০০ (দুই হাজার) তরল জ্বালানি ভিত্তিক	
		বার্ষিক লাইসেন্স নবায়ন ফিস	প্রতি মেগাওয়াট বা তার অংশ বিশেষ টাকা ২,০০০ (দুই হাজার) গ্যাস ভিত্তিক এবং টাকা ১,০০০ (এক হাজার) তরল জ্বালানি ভিত্তিক	
	১.১.৩ ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্ট (সিপিপি) ও ক্ষুদ্রায়তন বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট (এসপিপি)	লাইসেন্স ফিস (প্রথম বার)	প্রতি মেগাওয়াট বা তার অংশ বিশেষ টাকা ২,০০০ (দুই হাজার) গ্যাস ভিত্তিক এবং টাকা ১,০০০ (এক হাজার) তরল জ্বালানি ভিত্তিক	
		ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি ফিস	প্রতি মেগাওয়াট বা তার অংশ বিশেষ টাকা ২,০০০ (দুই হাজার) গ্যাস ভিত্তিক এবং টাকা ১,০০০ (এক হাজার) তরল জ্বালানি ভিত্তিক	
		বার্ষিক লাইসেন্স নবায়ন ফিস	প্রতি মেগাওয়াট বা তার অংশ বিশেষ টাকা ১,০০০ (এক হাজার) গ্যাসভিত্তিক এবং টাকা ৫০০ (পাঁচশত) তরল জ্বালানি ভিত্তিক	
	১.২ সঞ্চালন	লাইসেন্স ফিস (প্রথম বার)	টাকা ২৫,০০,০০০ (পঁচিশ লক্ষ)	
		বার্ষিক লাইসেন্স নবায়ন ফিস	টাকা ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ)	
	১.৩ বিতরণ	লাইসেন্স ফিস (প্রথম বার)	টাকা ২৫,০০,০০০ (পঁচিশ লক্ষ)	
		বার্ষিক লাইসেন্স নবায়ন ফিস	টাকা ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ)	
		বার্ষিক সিস্টেম পরিচালন লাইসেন্স ফিস	টাকায় নিট বিক্রির যাহার মধ্যে ডিউটি বা ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত নহে তাহার উপর ০.০২৫% (শূন্য দশমিক শূন্য দুই পাঁচ শতাংশ)	অর্থ বছরের প্রতিটি কোয়ার্টার (তিন মাস) শেষ হওয়ার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে প্রদেয়
	১.৪ বিদ্যুৎ সংস্থার নিকট বিদ্যুৎ বিক্রয় লাইসেন্স (সিপিপি এবং এসপিপি এর জন্য)	লাইসেন্স ফিস (প্রথম বার)	প্রতি মেগাওয়াট বা তার অংশ বিশেষ টাকা ২,০০০ (দুই হাজার)	
		বার্ষিক লাইসেন্স নবায়ন ফিস	প্রতি মেগাওয়াট বা অংশবিশেষ টাকা ৫০০ (পাঁচ শত)	

২.	**গ্যাসঃ**			
	২.১ মজুদকরণ ও বিতরণ			
	সিএনজি	লাইসেন্স ফিস (প্রথম বার)	টাকা ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার)	
		বার্ষিক লাইসেন্স নবায়ন ফিস	টাকা ২০,০০০ (বিশ হাজার)	
	অটোগ্যাস	লাইসেন্স ফিস (প্রথম বার)	টাকা ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার)	
		বার্ষিক লাইসেন্স নবায়ন ফিস	টাকা ২০,০০০ (বিশ হাজার)	
	এলএনজি	লাইসেন্স ফিস (প্রথম বার)	টাকা ২০,০০,০০০ (বিশ লক্ষ)	
		বার্ষিক লাইসেন্স নবায়ন ফিস	টাকা ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ)	
	২.২ এলপিজি/প্রপেন/বিউটেন মজুদকরণ, বোতলজাতকরণ, বিতরণ ও নিজস্ব মালিকানায় পরিবহনঃ- বার্ষিক ক্ষমতা নিম্নরূপ হইলেঃ			
	৫,০০০ মে.টন পর্যন্ত	লাইসেন্স ফিস (প্রথম বার)	টাকা ১,০০,০০০ (এক লক্ষ)	
		বার্ষিক লাইসেন্স নবায়ন ফিস	টাকা ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার)	
	৫,০০১ - ১৫,০০০ মে.টন পর্যন্ত	লাইসেন্স ফিস (প্রথম বার)	টাকা ১,৫০,০০০ (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার)	
		বার্ষিক লাইসেন্স নবায়ন ফিস	টাকা ১,০০,০০০ (এক লক্ষ)	
	১৫,০০১ - ২৫,০০০ মে.টন পর্যন্ত	লাইসেন্স ফিস (প্রথম বার)	টাকা ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ)	
		বার্ষিক লাইসেন্স নবায়ন ফিস	টাকা ১,৫০,০০০ (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার)	
	২৫,০০০ মে.টনের উর্দ্ধে	লাইসেন্স ফিস (প্রথম বার)	টাকা ৩,০০,০০০ (তিন লক্ষ)	
		বার্ষিক লাইসেন্স নবায়ন ফিস	টাকা ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ)	
	২.৩ এলপি গ্যাস পূর্ণ সিলিন্ডার মজুদকরণঃ- ১২ কেজি সিলিন্ডার হিসাবে বার্ষিক ক্ষমতা নিম্নরূপ হইলেঃ			
	৪০০ সিলিন্ডার পর্যন্ত	লাইসেন্স ফিস (প্রথম বার)	টাকা ২,০০০ (দুই হাজার)	
		বার্ষিক লাইসেন্স নবায়ন ফিস	টাকা ৫০০ (পাঁচ শত)	
	৪০১ - ২,০০০ সিলিন্ডার	লাইসেন্স ফিস (প্রথম বার)	টাকা ৫,০০০ (পাঁচ হাজার)	
		বার্ষিক লাইসেন্স নবায়ন ফিস	টাকা ২,০০০ (দুই হাজার)	
	২,০০০ সিলিন্ডারের উর্দ্ধে	লাইসেন্স ফিস (প্রথম বার)	টাকা ১০,০০০ (দশ হাজার)	
		বার্ষিক লাইসেন্স নবায়ন ফিস	টাকা ৩,০০০ (তিন হাজার)	

	২.৪ সঞ্চালন			
	প্রাকৃতিক গ্যাস, এলএনজি ও এলপিজি	লাইসেন্স ফিস (প্রথম বার)	টাকা ১৫,০০,০০০ (পনের লক্ষ)	
		বার্ষিক লাইসেন্স নবায়ন ফিস	টাকা ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ)	
	২.৫ বিতরণ			
	২.৫.১। প্রাকৃতিক গ্যাস	লাইসেন্স ফিস (প্রথম বার)	টাকা ১৫,০০,০০০ (পনের লক্ষ)	
		বার্ষিক লাইসেন্স নবায়ন ফিস	টাকা ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ)	
		বার্ষিক সিস্টেম পরিচালন লাইসেন্স ফিস	টাকায় নিট বিক্রির যাহার মধ্যে ডিউটি বা ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত নহে তাহার উপর ০.০২৫% (শূন্য দশমিক শূন্য দুই পাঁচ শতাংশ)	অর্থ বছরের প্রতিটি কোয়ার্টার (তিন মাস) শেষ হওয়ার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে প্রদেয়
	২.৫.২। এলপিজি বাৎসরিক ক্ষমতা নিম্নরূপ হইলেঃ			
	১০,০০০ মে.টন পর্যন্ত	বার্ষিক সিস্টেম পরিচালন লাইসেন্স ফিস (প্রক্রিয়াকরণ/ আমদানিকরণ/ আমদানিকারী প্রতিষ্ঠানের বেলায় প্রযোজ্য)	টাকা ৩,০০,০০০ (তিন লক্ষ)	বার্ষিক লাইসেন্স নবায়ন ফিসের সাথে পরিশোধ যোগ্য
	১০,০০১-৩০,০০০ মে.টন পর্যন্ত		টাকা ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ)	
	৩০,০০১-৫০,০০০ মে.টন পর্যন্ত		টাকা ৭,০০,০০০ (সাত লক্ষ)	
	৫০,০০১-১,০০,০০০ মে.টন পর্যন্ত		টাকা ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ)	
	১,০০,০০০ মে.টন এর উর্দ্ধে		টাকা ১৫,০০,০০০ (পনের লক্ষ)	
	২.৬। বিপণন	লাইসেন্স ফিস (প্রথম বার)	টাকা ১৫,০০,০০০ (পনের লক্ষ)	
		বার্ষিক লাইসেন্স নবায়ন ফিস	টাকা ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ)	
	২.৭। গ্যাস সম্পর্কিত গবেষণা /সমীক্ষা প্রতিষ্ঠান	লাইসেন্স ফিস (প্রথম বার)	টাকা ৫,০০০ (পাঁচ হাজার)	
		বার্ষিক লাইসেন্স নবায়ন ফিস	টাকা ১,০০০ (এক হাজার)	
৩.	**পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ (কন্ডেনসেট ও এনজিএলসহ) :**			
	৩.১ প্রক্রিয়াকরণ/উৎপাদন ও মজুদকরণ - বাৎসরিক ক্ষমতা নিম্নরূপ হইলেঃ			
	৫০,০০০ লিটার পর্যন্ত	লাইসেন্স ফিস (প্রথম বার)	টাকা ১৫,০০০ (পনের হাজার)	
		বার্ষিক লাইসেন্স নবায়ন ফিস	টাকা ৫,০০০ (পাঁচ হাজার)	
	৫০,০০১ - ১,০০,০০০ লিটার পর্যন্ত	লাইসেন্স ফিস (প্রথম বার)	টাকা ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার)	
		বার্ষিক লাইসেন্স নবায়ন ফিস	টাকা ১০,০০০ (দশ হাজার)	

	১,০০,০০১-২,৫০,০০০ লিটার পর্যন্ত	লাইসেন্স ফিস (প্রথম বার)	টাকা ৬০,০০০ (ষাট হাজার)	
		বার্ষিক লাইসেন্স নবায়ন ফিস	টাকা ২০,০০০ (বিশ হাজার)	
	২,৫০,০০০ লিটারের উর্দ্ধে	লাইসেন্স ফিস (প্রথম বার)	টাকা ১,০০,০০০ (এক লক্ষ)	
		বার্ষিক লাইসেন্স নবায়ন ফিস	টাকা ৩৫,০০০ (পঁয়ত্রিশ হাজার)	
	৩.২। মজুদকরণ - বাৎসরিক ক্ষমতা নিম্নরূপ হইলেঃ			
	৫০,০০০ লিটার পর্যন্ত	লাইসেন্স ফিস (প্রথম বার)	টাকা ১৫,০০০ (পনের হাজার)	
		বার্ষিক লাইসেন্স নবায়ন ফিস	টাকা ৫,০০০ (পাঁচ হাজার)	
	৫০,০০১-১,০০,০০০ লিটার পর্যন্ত	লাইসেন্স ফিস (প্রথম বার)	টাকা ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার)	
		বার্ষিক লাইসেন্স নবায়ন ফিস	টাকা ১০,০০০ (দশ হাজার)	
	১,০০,০০১-২,৫০,০০০ লিটার পর্যন্ত	লাইসেন্স ফিস (প্রথম বার)	টাকা ৬০,০০০ (ষাট হাজার)	
		বার্ষিক লাইসেন্স নবায়ন ফিস	টাকা ২০,০০০ (বিশ হাজার)	
	২,৫০,০০০ লিটারের উর্দ্ধে	লাইসেন্স ফিস (প্রথম বার)	টাকা ১,০০,০০০ (এক লক্ষ)	
		বার্ষিক লাইসেন্স নবায়ন ফিস	টাকা ৩৫,০০০ (পঁয়ত্রিশ হাজার)	
	৩.৩। বিপণন	লাইসেন্স ফিস (প্রথম বার)	টাকা ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ)	
		বার্ষিক লাইসেন্স নবায়ন ফিস	টাকা ১,০০,০০০ (এক লক্ষ)	
	৩.৪। বিতরণঃ			
	৩.৪.১। সিস্টেম পরিচালন (কনডেনসেট, এনজিএল ও জ্বালানি তেলের জন্য): বাৎসরিক ক্ষমতা নিম্নরূপ হইলেঃ			
	১০,০০০ মে.টন পর্যন্ত	বার্ষিক সিস্টেম পরিচালন লাইসেন্স ফিস (প্রক্রিয়াকরণ/ আমদানিকরণ/ আমদানিকারী প্রতিষ্ঠানের বেলায় প্রযোজ্য)	টাকা ৩,০০,০০০ (তিন লক্ষ)	বার্ষিক লাইসেন্স নবায়ন ফিসের সাথে পরিশোধ যোগ্য
	১০,০০১ - ৩০,০০০ মে.টন পর্যন্ত		টাকা ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ)	
	৩০,০০১ - ৫০,০০০ মে.টন পর্যন্ত		টাকা ৭,০০,০০০ (সাত লক্ষ)	
	৫০,০০১-১,০০,০০০ মে.টন পর্যন্ত		টাকা ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ)	
	১,০০,০০০ মে.টন এর উর্দ্ধে		টাকা ১৫,০০,০০০ (পনের লক্ষ)	
	৩.৪.২। লুব্রিকেটিং অয়েল, বিটুমিন, প্যারাফিন, জাইলিন, টলুইন, থিনার এবং অন্যান্য পেট্রোলিয়াম প্রডাক্টঃ	বার্ষিক সিস্টেম পরিচালন লাইসেন্স ফিস (প্রক্রিয়াকরণ/ আমদানিকরণ/ আমদানিকারী প্রতিষ্ঠানের বেলায় প্রযোজ্য)	টাকায় নিট বিক্রয় যাহার মধ্যে ডিউটি বা ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত নহে তাহার উপর ০.০১৫% (শূন্য দশমিক শূন্য এক পাঁচ শতাংশ)	অর্থ বছরের প্রতিটি কোয়ার্টার (তিন মাস) শেষ হওয়ার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে প্রদেয়

	৩.৫। পরিবহন (জ্বালানি তেল, কনডেনসেট, এলএনজি, এনজিএল ও এলপিজি):			
	৩.৫.১। জলপথেঃ			
	জাহাজের (অয়েল ট্যাংকার) ধারণ ক্ষমতা ৮০০ (আটশত) মে. টন পর্যন্ত	লাইসেন্স ফিস (প্রথম বার)	টাকা ২০,০০০ (বিশ হাজার)	
		বার্ষিক লাইসেন্স নবায়ন ফিস	টাকা ২,০০০ (দুই হাজার)	
	জাহাজের (অয়েল ট্যাংকার) ধারণ ক্ষমতা ৮০১-২,০০০ মে.টন	লাইসেন্স ফিস (প্রথম বার)	টাকা ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার)	
		বার্ষিক লাইসেন্স নবায়ন ফিস	টাকা ৪,০০০ (চার হাজার)	
	জাহাজের (অয়েল ট্যাংকার) ধারণ ক্ষমতা ২,০০০ মে.টনের উর্দ্ধে	লাইসেন্স ফিস (প্রথম বার)	টাকা ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার)	
		বার্ষিক লাইসেন্স নবায়ন ফিস	টাকা ৫,০০০ (পাঁচ হাজার)	
	৩.৫.২। স্থল পথেঃ			
	ট্যাংক লরির ধারণ ক্ষমতা ১০,০০০ লিটার পর্যন্ত	লাইসেন্স ফিস (প্রথম বার)	টাকা ৫,০০০ (পাঁচ হাজার)	
		বার্ষিক লাইসেন্স নবায়ন ফিস	টাকা ১,০০০ (এক হাজার)	
	ট্যাংক লরির ধারণ ক্ষমতা ১০,০০০ লিটারের উর্ধ্বে	লাইসেন্স ফিস (প্রথম বার)	টাকা ১০,০০০ (দশ হাজার)	
		বার্ষিক লাইসেন্স নবায়ন ফিস	টাকা ২,০০০ (দুই হাজার)	
	৩.৬। সঞ্চালনঃ			
	পাইপ লাইনের মাধ্যমে জ্বালানি তেল, কনডেনসেট ও এনজিএল পরিবহন	লাইসেন্স ফিস (প্রথম বার)	টাকা ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ)	
		বার্ষিক লাইসেন্স নবায়ন ফিস	টাকা ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ)	

বিশেষ দ্রষ্টব্য :

(১) নির্ধারিত লাইসেন্স ফিস এর উপর প্রযোজ্য ভ্যাট ও অন্যান্য কর আবেদনকারী কর্তৃক প্রদেয় হইবে।

(২) লাইসেন্স মঞ্জুরীর বিষয়ে পত্র জারির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে কমিশনের অনুকূলে পে-অর্ডার/ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে নির্ধারিত লাইসেন্স ফিস ও এতদসংক্রান্ত ভ্যাট পরিশোধের কপি কমিশনে জমা প্রদান করিতে হইবে।

(৩) লাইসেন্স নবায়নের ক্ষেত্রে লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হওয়ার ন্যূনপক্ষে ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে নির্ধারিত ফিস পে- অর্ডার/ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে এবং ভ্যাট পরিশোধের কপি কমিশনে জমা প্রদান করিতে হইবে।

কমিশনের নির্দেশক্রমে

মোঃ ফয়জুর রহমান
সচিব।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd